AKASHVANI (Kolkata)
Regional News Unit

Date: 25-03-2026 **Desk in Charge: KL**

Time:- 1-40 PM **Compile : DSS/Subhra C.**

DEO: AG **NRT: DSS**

Announcement :- আকাশবাণী / খবর পড়ছিঃ-

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কাজে কোনোরকম চুক্তিভিত্তিক কর্মী বা অঙ্গনওয়ারী কর্মী নিয়োগ করা যাবে না।

২) আসন্ন বিধানসভা ভোটে সমস্ত বুথে নিরাপত্তা, পানীয় জল, শৌচাগারের মত সুবিধা যেন থাকে, নির্বাচন কমিশনকেই তা সুনিশ্চিত করতে হবে বলে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

৩) সুপ্রিম কোর্ট, রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ায় বিবেচনাধীন ভোটারদের ইস্যু ৬-ই এপ্রিলের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ নির্বাচন কমিশনকে।

৪) পশ্চিমবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের আজও বিভিন্ন কর্মসূচী রয়েছে।

৫) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতদীর্ণ এলাকায় বসবাসতরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

৬) রান্নার গ্যাসের রিফিল বুকিং নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবরের প্রেক্ষিতে সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, বুকিং-এর সময়সীমার আপাতত কোনো পরিবর্তন হয়নি।

****

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কাজে কোনোরকম চুক্তিভিত্তিক কর্মী বা অঙ্গনওয়ারী কর্মী নিয়োগ করা যাবে না। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক গতকাল এই সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অধিকারিকদের পাঠিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে এ খবর জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ নির্দেশিকা পাঠানো হয়। ১৯৫১-র জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে ভোটের কাজে নিযুক্ত Presiding অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের দায়িত্ব জেলা নির্বাচন আধিকারিকের। ভোট কর্মী ডেটাবেসে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং ব্যাংক, PSU সহ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দুটি পৃথক তালিকা থাকবে যাঁদের ভোট কর্মী হিসেবে মোতায়েন করা যেতে পারে। পোলিং কর্মীদের ডেটাবেসে কোনো চুক্তিভিত্তিক কর্মী নেই, এই মর্মে জেলা নির্বাচন আধিকারিক স্বাক্ষরিত একটি শংসাপত্র আগামী ৩০ মার্চের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ'ও দেওয়া হয় ঐ নির্দেশিকায়।

****

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, পানীয় জল, শৌচাগারের মত সুবিধা, নির্বাচন কমিশনকেই সুনিশ্চিত করতে হবে বলে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দায়ের করা এক জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, নিরাপত্তা, সহ অন্যান্য বিষয় সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র, নাকি রাজ্যের এজেন্সি নিযুক্ত করা প্রয়োজন-তা ঠিক করে দিতে পারেননা মামলাকারী।

এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানিয়েছিলেন, ম্যাকিনটোশ বার্ন সংস্থা এই কাজ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে বুথের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয় পর্যাপ্ত রয়েছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব দিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু নির্বাচন কমিশন NBCC নামে একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিযুক্ত করে। কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন আদালতে জানায়, কমিশনের হাতে প্রভুত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য তারা পদক্ষেপ করতে পারে। ফলে তারা NBCC-কে নিযুক্ত করে ভুল কিছু করেনি।

প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, আদালত দেখতে চায় ভোটাররা ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা বুথে পাচ্ছেন কিনা। নির্বাচন কমিশনকেই তা সুনিশ্চিত করতে হবে ভোটার দের জন্য বুথের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সহ অন্যান্য বিষয় পর্যাপ্ত আছে কিনা।

****

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনকে হিংসামুক্ত, প্রভাবমুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত করতে আন্তঃরাজ্য সমন্বয় বাড়ানোর জন্য গতকাল বিশেষ বৈঠক হয়।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার এস এস সান্ধু ও বিবেক জোশী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভোটমুখী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিব, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশের মহানির্দেশক এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এতে অংশ নেন। পাশাপাশি যোগ দিয়েছিলেন প্রতিবেশী ১২টি রাজ্যের প্রতিনিধিরাও।
এপর্যন্ত যত পরিমাণ বেআইনি নগদ, মাদক দ্রব্য ও হাতিয়ার উদ্ধার হয়েছে, তা' কমিশন খতিয়ে দেখে। আন্তঃরাজ্য সীমান্ত চৌকি এবং যেসব আসনে খরচের পরিমাণ নিয়ে সমস্যা আছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হয়। পাঁচ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা তাঁদের সামগ্রিক প্রস্তুতি নিয়ে কমিশনকে অবহিত করেন।
প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ভোটমুখী রাজ্যগুলিকে সবরকম সহযোগিতা করে এবং শান্তিপূর্ণ ভোটপর্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, যাতে নির্বাচন ঘিরে অবৈধ লেনদেন বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা রুখে দেওয়া যায়।

****

সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়ায় বিবেচনাধীন ভোটারদের ইস্যু ৬-ই এপ্রিলের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ বলেছে, যেসমস্ত কেন্দ্রে আগে ভোটগ্রহণ, সেখানে যাতে অ্যাডজুডিকেশনের কাজ প্রথমে সম্পন্ন করা যায়, সেই

উদ্যোগ নিতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নামের ক্ষেত্রেও অ্যাডজুডিকেশনের কাজ আগে হাতে নিতে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন, শীর্ষ আদালতে জানায়, এখন থেকে প্রতিদিন অ্যাডজুডিকেশনের কাজ শেষ হলে, দৈনিক ভিত্তিতে তার তালিকা প্রকাশের চেষ্টা করা হবে। সেজন্য কমিশন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানাবে। রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান আদালতে জানান, সোমবারের প্রকাশিত তালিকায় কতজনের নাম বাদ পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ১৬-ই এপ্রিলের মধ্যে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল যাতে তাদের কাজ সম্পন্ন করে, সেব্যাপারেও জোর দেন তিনি। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী পয়লা এপ্রিল।

****

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে সুরজিৎ রায়ের নিয়োগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়োগে নিরপেক্ষতা নিয়ে দল গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে এবং অবিলম্বে তা বাতিল করার দাবি জানিয়েছে। দলের তরফে নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, সুরজিৎ রায় এর আগে নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের বিডিও হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দাবি করা হয়েছে, তিনি বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত, যিনি ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী। চিঠিতে সুরজিৎ রায়ের বর্তমান পদমর্যাদা এবং নিয়োগের সময় নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সাধারণত এই পদে জয়েন্ট সেক্রেটারি স্তরের আধিকারিকদের বসানো হয়, সেখানে তাঁর নিয়োগ অস্বাভাবিক।দলের অভিযোগ, একজন রিটার্নিং অফিসারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে সামান্য সন্দেহও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

****

বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত সময়ে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে

কিনা এই আশঙ্কা নিয়ে এবার হাইকোর্টে মামলার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

কমিশনের তরফে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে জানানো হয়, সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি কে নতুন নিয়োগ ৩১ আগস্টের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছে। আগে মার্চের মধ্যে তা শেষ করার নির্দেশ ছিল। এদিকে এসএসসি র সর্বসাকুল্যে কর্মী রয়েছে ৩৫ জন। তার মধ্যে নির্বাচন কমিশন ভোটের কাজে নিয়েছে ২৪ জনকে । স্কুলে শিক্ষক /অশিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ চলছে। এই অবস্থায় ওই কর্মীদের না ফেরালে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নিয়োগ শেষ করা যাবে না। SSC-র আরো দাবি, ওই কর্মীরা স্বশাসিত সংস্থার। সেখান থেকে কর্মী নির্বাচনের জন্য নেওয়া যায় না। আগামী সোমবার মামলার শুনানির আশ্বাস দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।

****

পশ্চিমবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের আজও বিভিন্ন কর্মসূচী রয়েছে। কিছুক্ষণ আগে তিনি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণী মন্দিরে মন্দিরে পুজো দেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মা সারদার ঘর , রামকৃষ্ণ দেবের ধ্যানকক্ষ পরিদর্শন করেন। পরে সাংবাদিকদের শ্রী নবীন বলেন, যে বাংলার সংস্কৃতি একদা সারা দেশে সমাদৃত ছিলো, সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৃণমূল সরকারের আমলে নষ্ট হয়েছে। বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের এর লক্ষ্যে মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন তিনি। বিকশিত বাংলা গড়ে তোলার জন্য তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

(বাইট- নীতিন নবীন)

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, দলের এ রাজ্যের পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে নীতিন নবীনের সঙ্গে ছিলেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এরপর মহিলা, যুব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন এবং তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী দলগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর সল্টলেক বিজেপির কার্যালয়ে তাঁর এক সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা।

উল্লেখ্য, বৈঠক সেরে তিনি রওনা দেবেন কলকাতায় বিমানবন্দরের উদ্দেশে।

****

উত্তরবঙ্গ সফররত তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আজ সেখানে তিনটি জনসভায় যোগ দিচ্ছেন। ময়নাগুড়িতে এক জনসভায় ভাষণ দিয়ে তিনি এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আবারও সমালোচনায় সরব হন। একটিও নাম বিশেষত মহিলা ভোটদাতাদের নাম বাদ গেলে, মা বোনেরা রুখে দাঁড়াবেন বলে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন।

(বাইট- মমতা)

এরপর মুখ্যমন্ত্রীর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা আসনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখার কথা।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী গতকালই উত্তরবঙ্গে গেছেন। রওনা হওয়ার আগে গতকাল কলকাতা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চায়। সব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

****

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের নজির রেখেছে। রাজ্যে অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভোট হবে আগামী ২৩শে এপ্রিল|

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক **পশ্চিম মেদিনীপুর** জেলার **ভোট চিত্র**-

(ভয়েসকাস্ট- সব্যসাচী লাহা)

****

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতদীর্ণ এলাকায় বসবাসতরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। ইরানে ৭শো মেডিকেল পড়ুয়া সহ ঐ অঞ্চল থেকে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে

আনা হয়েছে। রাজ্যসভায় গতকাল প্রধানমন্ত্রী জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে প্রয়োজনীয় সব সহায়তা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, ভারতের সব তৈল শোধনাগারগুলি সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করে চলেছে। দেশীয় বাজারে LPG উৎপাদন বেড়েছে। পেট্রোল এবং ডিজেল পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে অপরিশোধিত তেলবাহী একাধিক জাহাজ ভারতে পৌঁছেছে এবং দেশে জ্বালানী সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে লাগাতার কাজ চালানো সরকার LPG-র পাশাপাশি পাইপ বাহিত গ্যাস ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে। দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে যাতে সংঘাতের ফল ভোগ করতে না হয় তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে সারের পরিমাণও পর্যাপ্ত রয়েছে।

****

পশ্চিম এশিয়ায় চলতি সংঘাতের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সরকার আজ এক সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে। সংসদভবন চত্বরে বিকেলে এই বৈঠক হওয়ার কথা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সংসদভবন চত্বরে সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। সংকটের এই সময়ে বিরোধী দলগুলির উচিত গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা তা করছে না। বরং এই পরিস্থিতি নিয়ে রাজনীতি করছে বলেও শ্রী যোশী অভিযোগ করেন।

****

রান্নার গ্যাসের রিফিল বুকিং নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবরের প্রেক্ষিতে সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, বুকিং-এর সময়সীমার কোনো পরিবর্তন আপাতত হয়নি। শহরাঞ্চলে একটি গ্যাস বুকিং-এর ২৫ দিন পর দ্বিতীয়টি এবং গ্রামাঞ্চলে তা ৪৫ দিন পরেই তা করা যাবে। এই সময়সীমার কোনো হেরফের হয়নি। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা এবং তার বাইরে অন্য সংযোগের ক্ষেত্রেও এই সময়সীমা বহাল থাকবে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে নাগরিকদের

এইধরনের বিভ্রান্তিমূলক খবরে কর্ণপাত না করা এবং আতঙ্কিত হয়ে তড়িঘড়ি এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং-এর মত পদক্ষেপ না নেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে. মন্ত্রক এও জানিয়েছে, দেশে পর্যাপ্চত পরিমাণ এই এলপিজির মজুত ভান্ডার এবং অযথা উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।

উল্লেখ্য, সংবাদমাধ্যমের একাংশে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় সিলিন্ডার পাওয়ার জন্য বুকিং-এর সময়সীমা ৪৫ দিন রাখা হয়েছে। এছাড়া উজ্জ্বলা যোজনার আওতাভুক্ত নয়, এমন ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে সিঙ্গল সিলিন্ডারে ২৫ দিন এবং ডাবল সিলিন্ডারের বুকিং-এর ক্ষেত্রে ৩৫ দিনের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে।

****

আজকের প্রসঙ্গের এবারের বিষয় “গ্রামীণ অর্থনীতিতে পাট চাষ ও পাট শিল্প"। এই নিয়ে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার কল্যান কুমার মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেছেন অভিজিৎ চক্রবর্তী। আকাশবাণী সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব শুনবেন আজ রাত সাড়ে নটায় গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে,একই সঙ্গে ডিটিএইচ বাংলা এবং আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

****